জাতীয় উন্নয়ন বাজেট

পৌঁছে না ইউনিয়ন পরিষদে

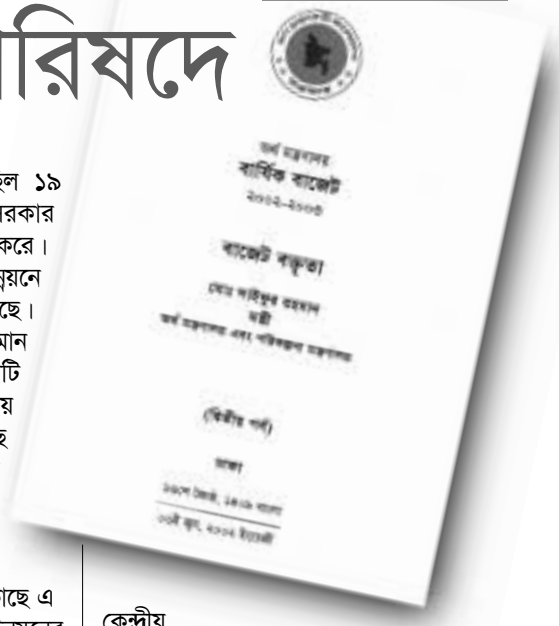

রিপোর্ট **জয়ন্ত আচার্য**

দেশের ইউনিয়ন পরিষদগুলো ভুগছে দারুণ অর্থ সংকটে। কেন্দ্রীয় সরকারের অসম বন্টনের কারণে বাজেটের উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ পৌঁছায় না ইউনিয়ন পরিষদে। অর্থ সংকটের কারণে ইউনিয়নগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম থমকে দাঁড়িয়েছে। আর্থিক সংকটের কারণে স্থানীয় সরকারের শক্তিশালী সংগঠন ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাখতে পারছে না তেমন কোনো ভূমিকা। দ্য হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত ২৫টি ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠানে এ তথ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গত অর্থবছরে জাতীয় উন্নয়ন বাজেট ১৯ হাজার কোটি টাকা থাকলেও ইউনিয়নগুলোতে গড়ে সাত থেকে দশ লাখ টাকা পৌঁছেছে। অথচ মাথাপিছু বরাদ্দ অনুযায়ী ইউনিয়নগুলোতে গড়ে দশ কোটি টাকা পৌঁছানোর কথা। মূলত দেশের উন্নয়ন বাজেট কেন্দ্রীভূত সরকারের হাত দিয়ে শহর অঞ্চলে ব্যয় হচ্ছে। ফলে সম্পদ কেন্দ্রীয়ভাবে কুক্ষিগত হচ্ছে। অপচয় ও দুর্নীতির কারণে উন্নয়ন বাজেট শহর ও গ্রামের সমন্বিত উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। সম্প্রতি টিআইবি'র প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, অপচয় ও দুর্নীতির কারণে গত বছরে এগারো হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ অর্থ অনিয়মের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি জড়িত।

ইউনিয়ন : ভুগছে অর্থ সংকটে

ব্রিটিশ শাসনামলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ভাগ করে দেয়ার লক্ষ্যে গড়ে ওঠে ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়নের যাত্রা ১৩০ বছর। তবে আজও ইউনিয়ন পরিষদ দুর্বল ও অকার্যকর। '৭২ সালের সংবিধানে স্থানীয় সরকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করতে কোনো সরকারই কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। বরং দলীয় শাসন শক্তিশালী করতে ব্যবহৃত হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটি। অযৌক্তিকভাবে ইউনিয়নের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। অথচ বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ও লোকবল দেয়া হয়নি।

এখনও ইউনিয়ন পরিষদ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে হয়।

গত অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেট ছিল ১৯ হাজার কোটি টাকা। বিএনপি সরকার সংশোধন করে ১৬ হাজার কোটি টাকা করে। এ বাজেটে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নে রাজস্ব ব্যয় ৪৬০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। উন্নয়ন ব্যয় ৩১৩১ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরে ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৪৯ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে বাজেটে স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ৩২৪০ কোটি টাকা। খাতওয়ারি স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নে উন্নয়ন বাজেটের ১৭ ভাগ রাখা হয়েছে। অথচ সবচেয়ে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামো ইউনিয়ন পরিষদের কাছে এ অর্থ পৌঁছে না। গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়নের নামে কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যয় হয় এ অর্থ। কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত জেলা ও থানা পর্যায়ের প্রশাসন এ অর্থ অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে। নানাভাবে অনিয়ম করে এবং সমন্বিত উদ্যোগ না নিয়ে অবকাঠামো উন্নয়নের নামে একই রাস্তা কয়েক দফা নির্মাণ করা হয়। গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি উপেক্ষিত থাকে। সরকারের গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য টিআর,জিআর, ডিজিএফ, ভিডিডি, বয়স্ক ভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয়ভাবে নিযুক্ত থানা প্রশাসন। স্থানীয় সংসদ সদস্যের থাকে খুবই প্রাধান্য। মূলত ইউনিয়ন পরিষদ অর্থহীন একটি কাঠামো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ পাচ্ছে না। আবার স্থানীয় সম্পদের স্বল্পতা ও কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের কারণে নিজস্ব আয়ও বৃদ্ধি করতে পারছে না। অতীতে স্থানীয়ভাবে জমি হস্তান্তর থেকে আদায়কৃত অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে জমা হতো। এখন এ অর্থ উপজেলা পরিষদে জমা হয়। বাজারঘাট বন্দোবস্তের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ উপজেলার দিতে হয়। দ্যা হাঙ্গার প্রজেক্ট উদ্যোগে গত এক মাসে ২৫টি ইউনিয়ন পরিষদ তাদের বাজেট ঘোষণা করেছে। দৌলতপুর, দামকুড়া, তালোড়া, বাগাবাড়ি, উত্তরদাসহ প্রায় ইউনিয়নেই বাজেট উন্নয়ন ও বাজার ধরে ১২/১৩ লাখ টাকা নির্ধারণ করেছে। তারা মাত্র ৪/৫ লাখ টাকা জাতীয় উন্নয়ন বাজেট পেতে পারে বলে অতীতের আলোকে ধারণা করছে। দামকুড়া ইউনিয়নে

টাঙ্গাইল নাগবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ

বাজেট ১৫ লাখ ৭৪ হাজার ৫৬ টাকা ঘোষণা করা হয়। এ গ্রামের জনসংখ্যা ১৭৮২৫ জন। মোট ৪৫ হাজার কোটি টাকার জাতীয় বাজেটের হিসাবে জনগণের প্রাপ্তি ৬ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। জাতীয় বাজেটে তাদের ন্যায্য প্রাপ্তি ৫ কোটি ৯৯ লাখ টাকা থেকেই তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

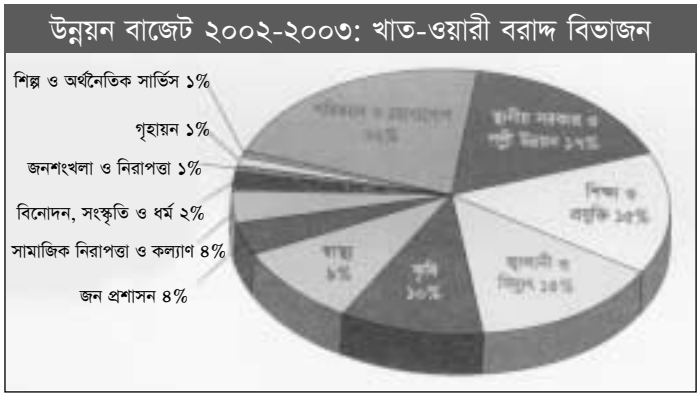

সরেজমিন উত্তরদা

কুমিল্লা শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে লাকসামের উত্তরদা ইউনিয়ন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাস। এখনো ইউনিয়নে পৌঁছেনি বিদ্যুৎ। বর্ষা মৌসুমে অপরিকল্পিত রাস্তার কারণে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা। নিচ এলাকার কারণে ইউনিয়নে ভালো ফসলও হয় না। তবে উজ্জীবিত কর্মীরা সম্প্রতি গ্রামটিতে কিছুটা কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। নিজেরা গ্রামের পতিত জলাশয়ে মৎস্য খামার করেছে। চালু করেছে গণশিক্ষার কার্যক্রম। গ্রামে নিষিদ্ধ হয়েছে বাল্যবিবাহ। যৌতুক দেয়ার বিরুদ্ধে তারা গড়ে তুলেছে জনসচেতনতা। গত ৩০ জুন উত্তরদা ইউনিয়ন পরিষদ প্রকাশ্যে বাজেট ঘোষণা করেছে।

ইউনিয়ন পরিষদের এক তলা ভবনটির এখন বেহাল অবস্থা। কয়েক জায়গায় ছাদ ফেটে গেছে। সকাল ১১টায় গ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের জনগণ এসে হাজির হয় ইউনিয়নে। তাদের সামনে বাজেট উত্থাপন করেন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম রব্বানী মজুমদার। তিনি ৮ লাখ ৮১ হাজার ৮৬৫ টাকার বাজেট উত্থাপন করেন। বাজেটে সরকারের রাজস্ব খাত ও নিজস্ব আয় দেখানো হয়েছে ৪ লাখ ২৭ হাজার টাকা। মোট বাজেট ধরা হয় ৯ লাখ ২৮ হাজার টাকার। বাজেট উত্থাপনের পর গ্রামবাসীরা চেয়ারম্যানকে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে থাকেন। তারা তুলে ধরেন বাজেটে বিভিন্ন ত্রুটি। উত্তরদা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল হাই মজুমদার বাজেটে শিক্ষা খাতে কম বরাদ্দে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এক রাস্তা তিনবার সংস্কার করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় অধিবাসী ফখরুল। তিনি জানতে চান, ইউনিয়নের অন্যান্য রাস্তাকে গুরুত্ব না দিয়ে কেন একটি রাস্তা গত বছর তিনবার সংস্কার করা হলো। শামীম আক্তার জানতে চান, নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ইউনিয়ন কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে কি না? মাহমুদা আক্তার জানতে চান দুস্থ মাতা ও বিধবা ভাতা কিভাবে নির্ধারিত হয়। স্থানীয় তরুণ আখতার প্রশ্ন করেন, টিআর, ভিজিএফ গম কিভাবে বরাদ্দ হয়। ইউনিয়নে একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ আগামীতে হবে কি না? এ প্রশ্ন করেন আজগর আলী। এসব প্রশ্নের জবাবে চেয়ারম্যান গোলাম রব্বানী মজুমদার ইউনিয়নবাসীকে তার সীমাবদ্ধতার কথা জানান। তিনি বলেন, ইউনিয়নের নিজস্ব আয় সীমিত। শুধু একটি বাজারে ডাক। আর কিছু ট্যাক্স। দরিদ্র গ্রামবাসী ট্যাক্সের অর্থও দিতে পারে না। সরকার থেকে অনুদান আসে খুবই সামান্য। সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয় প্রশাসন থেকে।

বয়স্ক ভাতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা শুধু একটি তালিকা তৈরি করে দিয়েছি। তালিকা পাওয়ার পর থানা প্রশাসন আর কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। তিনি বলেন, ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করতে হবে। পরিষদকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে সরকারকে। তাহলে ইউনিয়ন পরিষদই পারবে গ্রামের সমন্বিত উন্নয়ন করতে। একই রাস্তা তিনবার সংস্কারের প্রশ্নে তিনি বলেন, এটা ওপর থেকে হয়ে যায়। এলজিআরডি ও টিএনও অফিস জানে একই রাস্তায় বারবার সংস্কারের প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। তবু তারা প্রকল্প বরাদ্দ করছে। তাদের তো জবাবদিহি করতে হয় না। ইউনিয়নের প্রতি তাদের তো দায়বদ্ধতাও নেই। উত্তরদা ইউনিয়নের অধিবাসীরা বাজেট ঘোষণায় মূলত দাবি করেছে একটি হাসপাতালের। গ্রামের কয়েকটি রাস্তা সংস্কারের। গ্রামের স্কুলটির মেরামতের। যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের। এগুলো তাদের দীর্ঘদিনের দাবি। কেন্দ্রীয় বাজেটের মাত্র এক কোটি টাকা ইউনিয়নটিতে পৌঁছালে দরিদ্র গ্রামবাসীর দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যেত। দরিদ্র জনগোষ্ঠী পেত বেশ উন্নত জীবন। অথচ ত্রিশ বছরে তা পৌঁছায়নি। শুধু ইমারত হয়েছে শহরে। উন্নয়ন হয়েছে রাজধানীতে।

উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণার মধ্যে দিয়ে মূলত উত্তরদা ইউনিয়নের সাধারণ জনগণ ইউনিয়নের প্রকৃত ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হন। জানতে পারেন ইউনিয়নের আর্থিক সীমাবদ্ধতার চিত্র। অনেক ভুল বোঝাবুঝিরই অবসান ঘটে। চেয়ারম্যানের প্রতি দীর্ঘদিনের ক্ষোভ অনেকাংশে প্রশমিত হয়।

সমন্বিত উন্নয়ন : প্রয়োজন স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন

ভারত, শ্রীলঙ্কা, জাপান বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় উন্নয়ন দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে স্থানীয় সরকারের ওপর। ইন্দিরা গান্ধীর স্থানীয় শাসনামলে গড়ে ওঠা গ্রাম পঞ্চায়েত এখন ভারতে উন্নয়নের চালিকাশক্তি। জাপান স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার পরিপূরক হয়ে গড়ে উঠেছে। এদেশে স্থানীয় সরকারকে দুর্বল করার জন্য চলছে নানা তৎপরতা।

ইউনিয়নে জাতীয় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা মূলত উপদেষ্টার, অথচ তারা তৃণমূল পর্যায়ের ইউনিয়ন পরিষদের ওপর কর্তৃত্ব অরোপ করেন। ইউনিয়নের উন্নয়ন বরাদ্দ তারাই নির্ধারণ করেন। ইউনিয়নের ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে দ্যা হাঙ্গার প্রজেক্টের কান্ট্রি ডিরেক্টর বদিউল আলম মজুমদার ২০০০কে বলেন, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হলে ইউনিয়নকে শক্তিশালী করতে হবে। ইউনিয়নে অধিক পরিমাণ কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে। এ অর্থ দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সত্যিকার উন্নয়ন করতে পারবে। তিনি বলেন, ইউনিয়নকে জনগণের কাছে জবাবদিহির ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণ যাতে বুঝতে পারে, তাদের জন্য বরাদ্দ অর্থ ইউনিয়ন কিভাবে খরচ করছে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণার আয়োজন।

সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বলেছেন, গম বরাদ্দ বন্ধ হলে কেউ আর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হবে না। অথচ তার বাজেটে ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য অর্থ বা গম বরাদ্দ খুবই সামান্য। বিগত দিনে কেন্দ্রীয় সরকার ইউনিয়নের ওপর অনেক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সম্পদ না দিয়েই এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ কারণে সৃষ্ট হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব। সচেতন মহলে আজ দাবি উঠেছে ইউনিয়নকে আর্থিকভাবে সুসংহত করার। জনগণের কাছে ইউনিয়নের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার। তাহলেই কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন বাজেট রাখতে পারবে সত্যিকার দেশের সমন্বিত উন্নয়নে ভূমিকা।